**কৃষি ও ফার্মার্স ওয়েলফেয়ার মন্ত্রণালয় (প্রানী সম্পদ, ডাইরিং ও মৎস্য বিভাগ)**

**বিজ্ঞপ্তি**

**নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল, ২০১৭**

# সামুদ্রিক মৎস্য বিষয়ক
# জাতীয় নীতি, ২০১৭

১.০ সামুদ্রিক মৎস্যচাষের জাতীয় নীতির সর্বাধিক লক্ষ্য ২০১৭ সালের (এনপিএমএফ, ২০১৭) বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের সুবিধার জন্য টেকসই অবস্থা মাধ্যমে ভারতের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন (ইইজেড) এর সামুদ্রিক জীবন্ত সম্পদগুলির স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত অখণ্ডতা নিশ্চিত করা। জাতির। ২০১৭ সালের এনপিএমএফের সামগ্রিক কৌশল সাতটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে, যেমন টেকসই উন্নয়ন, মাছের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সাবসিডিয়ারি নীতি, অংশীদারিত্ব, আন্তঃজন্মীয় ইক্যুইটি, লিঙ্গ ন্যায়বিচার এবং সতর্কতা অবলম্বন। এই সাতটি স্তম্ভ দেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য পূরণে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের কর্মের নির্দেশনা দেবে। এই নীতির মূল অংশে মাছ ধরার পাশাপাশি কর্মীরাও 'পাবলিক ট্রাস্ট তত্ত্ব' দ্বারা পরিচালিত হবে।

DRAFT

*ভারতকে ২.২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার একটি ইইজেড, ৮১১৮ কিমি দীর্ঘ সমুদ্রতীর এবং দুটি প্রধান গ্রুপ -সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক জীবন্ত সম্পদ সহ দ্বীপপুঞ্জ;*

*সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের পরিমাণ ৪৪১২ মিলিয়ন মেট্রিক টনের বার্ষিক ফসলযোগ্য সম্ভাব্যতা হিসাবে অনুমান করা হচ্ছে;*

*সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদগুলিতে আনুমানিক ৪.০ মিলিয়ন মানুষ তাদের জীবিকার জন্য নির্ভর করে বিবেচনা করে;*

*সামুদ্রিক মৎস্যচাষগুলি প্রায় হিসাবে মূল্যবান অর্থনৈতিক সম্পদের অবদান ৬৫০০০ কোটি টাকা;*



1

*সামুদ্রিক মৎস্য খাদ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান এবং আয় প্রজন্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে আরও স্বীকৃতি দেয়;*

*সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ দেশের রপ্তানি আয় এবং বাণিজ্য ভারসাম্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে এবং তা উপলব্ধি করে;*

*দেশের সামুদ্রিক মৎস্যজীবী অত্যন্ত বৈচিত্রপূর্ণ কিন্তু প্রধানত ছোট আকারের এবং কারিগরি মাছ ধরার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করে;*

*সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা সহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের একটি পরিসীমা দ্বারা সামুদ্রিক মৎস্য খাতের পরিসেবা প্রদান করা হচ্ছে তা আরও পর্যবেক্ষণ করা;*

*জাতিসংঘের সামুদ্রিক জীবন্ত সম্পদগুলি টেকসই উপায়ে মৎস্যচাষ সহ উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে মেনে চলা ;*

*সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদগুলি সম্পুর্ন নয় এবং অতিরিক্ত শোষণ করা হচ্ছে;*

*অধিকতর শোষণের ফলে জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাবে এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য সম্পদ প্রাপ্যতা হ্রাস পাবে;*

*মনে রাখবেন যে জাতি সামুদ্রিক জীবন্ত সম্পদগুলির টেকসই ব্যবহারের জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং ব্যবস্থাগুলির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ;*

*এনপিএমএফ, ২০১৭ দেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতের জন্য নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গি, মিশন এবং কৌশল উপর ভিত্তি করে:*

**ভিসনঃ**

"বর্তমানএবং ভবিষ্যত প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করে এমন একটি স্বাস্থ্যকর এবং স্পন্দনশীল সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টার।"

DRAFT

**মিশন:** "সকল কর্মকাণ্ডের মূল অংশগুলিতে সম্পদগুলির স্থিতিশীলতা বজায় রাখার সময়, জাতীয় নীতি কাঠামো, সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য, জীবিকা স্থিতিশীলতা এবং ফিশার সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে মিলিত হবে এবং এর সমন্বয় ও পরিচালনাকে নির্দেশনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগামী দশ বছরে দেশে সামুদ্রিক মৎস্যচাষ পরিচালিত হবে।

**কৌশলঃ**

**ভারতের মেরিন ফিশারিজ সেক্টর - একটি প্রোফাইল**

২.০ সাধারণ ও সামুদ্রিক মৎস্য সাব সেক্টরে মাছধরা খাতের সম্ভাবনা বিশেষভাবে ভারতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্বীকৃত ছিল এবং তারপরে এটিকে বৃদ্ধির একটি যন্ত্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সেক্টরে যথেষ্ট পরিমাণে সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টাকে প্রবর্তন করা হয়েছে। জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাগুলি সুরক্ষিত করার প্রধান বিবেচনার পাশাপাশি, মৎস্য খাতের বাণিজ্য ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপকূলীয় সম্প্রদায়গুলির কর্মসংস্থান এবং জীবিকা নির্বাহ করে।

৩.০ পুরোপুরি ঐতিহ্যবাহী কার্যকলাপ হিসাবে শুরু, মৎস্যচাষগুলি এখন বাণিজ্যিক উদ্যোগে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৭৬ সালে ইইজেড ঘোষণার পর, ভারতের সমুদ্র এলাকাটি ২.০২ মিলিয়ন বর্গ কিমি। ইইজেডএর সার্বভৌম অধিকার নিয়ে ভারত এই অঞ্চলের সামুদ্রিক জীবন্ত সম্পদ সংরক্ষণ, বিকাশ ও সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করার দায়িত্বও অর্জন করেছে। ২০১১ সালে, ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ (ডব্লিউজি), ভারতীয় ইইজেড থেকে ৪৪১২ মিলিয়ন মেট্রিক টন (এমএমটি) হিসাবে সম্ভাব্য ফলন অনুমান করেছিল। এই অনুমান বছরের ২০০০ (৩৯৩৪ এমএমটি) এর আগের প্রাক্কলনের তুলনায় ১২.২ শতাংশ বেশি। তৈলাক্ত সম্পদ যেমন তেল সেরডিন, রিবন মাছ, ভারতীয় ম্যাকেরেল ফর্ম ২১২৮ এমএমটি (৪৮.২%); পিনাইড এবং নন-পেনেড শৃঙ্খলা, সিফালপোড, পেরেক, ক্রোকার্সের মতো ডেমারসাল রিসোর্সগুলি ২০৬৭ এমএমটি (৪৬.৮%) এবং সমুদ্রতীক সম্পদের মধ্যে রয়েছে যার মধ্যে হলুদফিন টুনা, স্কিপজ্যাক টুনা, বিগাই টুনা, বিলফিশ, পেলেজিক হাঙ্গর, বারাকুডা, ডলফিন মাছ এবং ওয়াহু সমেত ০.২১৭এমএমটি (৪.৯%)। ভারতীয় ইইজেড থেকে আনুমানিক সম্ভাব্য উৎপাদনের গভীরতা অনুযায়ী বণ্টন বিতরণের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৮২১ এমএমটি ১০০ মিটার গভীরতা (৮৬.৬%) পর্যন্ত, গভীরতা থেকে ১০০-২০০ মিটার পর্যন্ত ০.২৫৯ এমএমটি (৫.৮%) এবং ০.১১৫ এমএমটি গভীরতা 200-500 মিটার (২.৬%) মধ্যে থেকে  অনুমান করা হয়। অবশিষ্ট ০.২১৭ এমএমটি

DRAFT

(৪.৯%) সমুদ্রের জলের থেকে। গত 4 বছরে গড় সামুদ্রিক মাছ ধরা ২০১২-১৩ থেকে ২০১৫-১৬) ৩৪৯৯ এমএমটি, আর ২০১৫-১৬ সালে এটি ৩৫৮৩ এমএমটি ছিল। নিকটবর্তী তীরে জলের কাছ থেকে মৎস্য সম্পদগুলি পুরোপুরি ব্যবহার করা হলেও গভীর সমুদ্র ও মহাসাগরীয় জলগুলি ক্রম বৃদ্ধি করার সুযোগ দেয়।

৪.০, ২০১০ সালের জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য অনুষদের মতে, সামুদ্রিক জেলেদের জনসংখ্যা ৪.০ মিলিয়ন, যার মধ্যে ০.৯৯ মিলিয়ন সক্রিয় জেলে রয়েছে। সক্রিয় মৎস্যজীবীদের মধ্যে ৩৩ শতাংশ যান্ত্রিক সেক্টরে, ৬০ শতাংশ মোটরবাইজড সেক্টরে এবং ৫ শতাংশ আর্টিসালাল সেক্টরে নিযুক্ত। মোট সামুদ্রিক মাছ উৎপাদনের মধ্যে, ৭৫ শতাংশ যান্ত্রিক সেক্টর থেকে, ২৩ শতাংশ মোটরসাইকেল এলাকা থেকে এবং কারখানার ২ শতাংশ থেকে আসে। গত পঞ্চাশ বছরে ভারতে সামুদ্রিক মাছের ল্যান্ডিংয়ের প্যাটার্ন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। শিল্প উৎপাদন খাতে মোট উৎপাদন ৬০ ভাগ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছিল। পরবর্তী সময়ের মধ্যে যান্ত্রিক মাছ ধরার জনপ্রিয়করণ এবং ফলস্বরূপ হস্তশিল্পের কারুশিল্পের কারিগরি সহায়তার পাশাপাশি, আর্টিসালাল সেক্টরের অবদান বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। মেকানিক্যাল ট্রওয়াল মৎস্য এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাছ ধরার পদ্ধতি গঠন করে এবং দেশে মোট সামুদ্রিক মাছ উৎপাদনতে প্রায় ৫৫ শতাংশ অবদান রাখে।

৫.০ রাজস্বের পরিপ্রেক্ষিতে, মহাসাগরীয় জলের মধ্যে সংঘটিত উচ্চমূল্য প্রজাতির মতো কিছু উচ্চতর প্রজাতির এখনও সর্বোত্তমভাবে ফসল তোলা যায় না। সামুদ্রিক সম্পদের পূর্ণ সম্ভাবনা জোরদার করা দেশ ও জনগণের জন্য টেকসই সুবিধা নিশ্চিত করবে। যেহেতু সেক্টরটি বেশ গতিশীল, তাই বর্তমানে বিদ্যমান প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং সংস্থার রাষ্ট্রের সদ্ব্যবহারের জন্য নীতিগুলি এবং প্রোগ্রামগুলিকে সুদৃঢ় করার প্রয়োজন রয়েছে। এই দিক থেকে, এনপিএমএফ, ২০১৭ নিম্নলিখিত সুপারিশ করে:

**মৎস্য ব্যবস্থাপনাঃ**

৬.০ ভারতীয় ইইজেড এ মাছের স্টক মূল্যায়ন করার জন্য ২০১১ সালে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ডাব্লুটি সব সামুদ্রিক রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের (ইউটিএস) জন্য যান্ত্রিক মাছ ধরার জাহাজের বিভিন্ন বিভাগের সাপেক্ষে আঞ্চলিক জলের মধ্যে অত্যধিক দক্ষতা নির্দেশ করে এবং এর জন্য সর্বোত্তম ফ্লিট আকার প্রস্তাব করে। সরকারের বিবেচনা সরকার WG এর রিপোর্টে থাকা পরামর্শগুলি বিবেচনা করবে এবং রাজ্যগুলি / কেন্দ্রশাসিত

DRAFT

অঞ্চলগুলি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শে পর্যাপ্ত পরিমাণে কমাতে এবং এটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতে কৌশলগুলি বিকাশ করবে।

৭.০ ভারতের প্রায় সমুদ্রের গড় সামুদ্রিক মাছের চাষ বর্তমান সম্ভাব্য উৎপাদনের অনুমানের কাছাকাছি, যা ২০০ মিটার গভীরতার মধ্যে সম্পদের সর্বোত্তম ফসল বোঝায়। অন্যদিকে, সমুদ্রের জলের মধ্যে এখনও উচ্চমূল্যের সম্পদ যেমন টুনা, টুনা-এর মত প্রজাতি, মেক্টফিড এবং মহাসাগরীয় স্কুইডগুলির অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনা রয়েছে। যাইহোক, ধরা এবং সম্ভাব্য ফলন অনুমানের ব্যাপক আস্থা বিবেচনায়, বন্য মাছের ফসল সম্পর্কিত বিশ্বব্যাপী মানগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন রয়েছে। সামুদ্রিক জলের বিষয়ে, সরকার মূল নীতি হিসাবে স্থায়িত্ব এবং ইক্যুইটি সহ সর্বাধিক স্থায়ী ফলন (এমএসওয়াই) বর্তমান স্তর সম্পর্কে ফসল বজায় রাখার উপর জোর দেবে।

৮.০ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের পূর্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে, মাছ ধরার প্রচেষ্টা পরিচালনার দিকে মনোযোগ দেওয়া হবে; দ্রুতগামী - আকার অপ্টিমাইজেশান; উৎপাদন প্রক্রিয়ার মূলধারার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ; ইকোজোলিক্যালি এবং বায়োলজিকাল সিগ্নিফিকাফ্ট এরিয়া (ইবিএসএ) এবং ভলনারেবল মেরিন ইকোসিস্টেমস (ভিএমইএস) সংরক্ষণ সহ প্রজাতি-নির্দিষ্ট এবং এলাকার নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা; প্রতীকী ও বিপন্ন এবং হুমকিপ্রাপ্ত (ইটিপি) প্রজাতির সুরক্ষা; সম্পদ টেকসই ব্যবহার জন্য স্থানিক এবং সাময়িক ব্যবস্থা; এবং পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাছ শরণার্থী সৃষ্টি। একই সাথে, সরকার বিদ্যমান সামুদ্রিক সুরক্ষিত এলাকায় (এমপিএ) পর্যালোচনা এবং পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন এবং ঐতিহ্যবাহী জেলেদের মেয়াদ অধিকার সুরক্ষিত এবং তাদের জীবিকা যেমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয় না তা নিশ্চিত করার জন্য আইনী সহায়তা প্রদান করবে।

৯.০ মৎস্য ব্যবস্থাপনাগুলি একটি সমন্বিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে, ব্যবসায়িক নীতির সাথে ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং বিজ্ঞান মিশ্রিত করবে এবং প্রাথমিক স্টেকহোল্ডারদের কার্যকর অংশীদারিত্ব এবং মৎস্য পরিবেশগতভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে টেকসই হতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক ক্রিয়াকলাপগুলিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরও অনুসরণ করবে। ঐতিহ্যগত ও যান্ত্রিক সেক্টরগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধানের লক্ষ্যে মৎস্য শাসনকে উন্নততর করা হবে, সাধারণ উদ্বেগ উত্থাপিত বিষয়গুলি এবং সুসংগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং আরও ভাল সহযোগিতার উৎসাহিত করে জাতীয় ক্ষমতা বিল্ডিংয়ের প্রচারে সহায়তা করা হবে।

DRAFT

১০.০ জ্ঞান ব্যবস্থাপনা দ্রুত ও সহজ প্রচারের জন্য এবং সামুদ্রিক মৎস্য খাতের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন সম্পদ প্রাচুর্য এবং বন্টন সম্পর্কিত তথ্য উপলব্ধি করার একটি পদ্ধতি হবে; রিয়েল টাইম সম্পদ মানচিত্র; উৎপাদনশীলতা মূল্যায়ন; রিয়েল-টাইম সম্ভাব্য মাছধরা অঞ্চল (পিএফজেড) উপদেষ্টা; এবং মাছ ধরার সুবিধা জন্য আবহাওয়া পূর্বাভাস। তথ্য প্রযুক্তির (আইটি) এবং স্পেস টেকনোলজির (এসটি) ব্যবহার মাছ ধরার সম্প্রদায়ের সহায়তায় সুবিধাগুলি কাজে লাগাতে সর্বোত্তম ব্যবহার করা হবে।

১১.০ স্থানীয় এবং সাময়িক বন্ধন দেশের সামুদ্রিক মাছ সম্পদকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করেছে। এই পরিচালনার ব্যবস্থাগুলি কার্যকরভাবে মাছ ধরার জীবিকা উন্নত করতে নিশ্চিত করার জন্য, পর্যায়ক্রমিক রিভিউগুলি পরিচালনা করা হবে, সতর্কতার সাথে সহচরী দৃষ্টিভঙ্গি সহ, এবং মাছ ধরার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের যথাযথ সহযোগিতার সাথে উপলব্ধ সেরা বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি বিবেচনা করা হবে।

১২.০ সামুদ্রিক মাছের সম্পদ অফুরন্ত নয়, এবং অধিক ধরার ফলে সম্পদ হ্রাস হতে পারে, যেমন অনেক ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা আছে। মাছ ধরার প্রচেষ্টাকে অপ্টিমাইজ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এবং মাছ ধরার সাথে পরামর্শে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নেবে এবং ব্যবস্থাগুলি বাস্তবায়নে সহায়তা করবে এমন পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়ন করবে। এই পদক্ষেপগুলি আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে, যেমন ফ্লিট সাইজ, মাছ ধরার দিন, অপারেশন এলাকা, ইঞ্জিন হর্সপাওয়ার, গিয়ার আকার, এমএসওয়াই, সর্বনিম্ন জাল আকার, সর্বনিম্ন আইনি আকার, তুলনামূলকভাবে কম ফসলযুক্ত এলাকার প্রচেষ্টা বিচ্ছিন্ন করার মতো ইনপুট এবং আউটপুট নিয়ন্ত্রণ, দ্রুতগামী পরিকল্পনা, এবং মৎস্য ব্যবস্থাপনা এলাকা তৈরি করে যাতে সম্পদ হ্রাস নিশ্চিত করা হয়। মৎস্য ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি হ্রাসপ্রাপ্ত বা পতিত অবস্থায় থাকা মাছের স্টকগুলির পুনর্নির্মাণ / পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করবে। মৎস্য ব্যবস্থাপনায় একটি মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা হবে।

১৩.০ বর্তমানে, উপকূলীয় রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ঐতিহ্যগত মাছ ধরার জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় সংরক্ষিত (গভীরতা বা গভীরতার উপর ভিত্তি করে) রয়েছে যেখানে যান্ত্রিক মাছ ধরার অনুমতি নেই। মৎস্য বা টিআরএফগুলির জন্য এ ধরনের অঞ্চলীয় ব্যবহারের অধিকারগুলি কারিগরি মাছ ধরার জীবিকা নির্বাহে কাজে লাগাতে পেরেছে। সরকার যেমন সহায়ক কারিগরি / ঐতিহ্যবাহী মাছ ধরার  সরবরাহ করবে এবং ব্যবহারকারীদের সাথে

DRAFT

পরামর্শের সাথে সাথে এটি আঞ্চলিক জলের মধ্যে প্রচলিত জেলেদের কাছে বর্তমানে উপলব্ধ এলাকাকে বাড়িয়ে তুলবে।

১৪.০ ইকোসিস্টেম মৎস্য ব্যবস্থাপনায় (ইএএফএম) পদ্ধতিটি সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের সকল জীবিত ও অ-জীবিত উপাদানগুলির সুস্থতা এবং স্টেকহোল্ডারদের সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলির যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে প্রয়োগ করা হবে। একই শিরাতে, মাল্টি-স্টেকহোল্ডার, মাল্টি-স্পেস এবং মাল্টি-ফ্লিট মৎস্যজীবীদের সফল পরিচালন ব্যবস্থার একটি হিসাবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত মৎস্যসশিকারে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা বা সহ-ব্যবস্থাপনা, প্রচারিত হবে। স্থানীয়, আঞ্চলিক, আন্তঃ রাষ্ট্র এবং জাতীয় মৎস্য কাউন্সিলগুলি যেমন একটি সহ-ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, তাতে জেলেদের বিভিন্ন দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তনের জন্য মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উপকূলীয় রাজ্য / কেন্দ্রিয় ও রাজ্য সরকার, মাছ ধরার এবং তাদের সমিতি এবং সেক্টরের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শে কাজ করা হবে।

১৫.০ ভারতীয় ইইজেডের ১২-২০০ নটিক্যাল মাইল (এনএম) জোনের মাছ ধরার কাজগুলি পশু ওষুধ, ডাইরিং অ্যান্ড ফিশারি (ডএএইচএইচডি ও এফ), কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয় (এমওএএফডব্লিউ) বিভাগের ইস্যুগুলির একটি নির্দেশিকা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। মাঝে মাঝে. এই নির্দেশিকাগুলির উপর ভিত্তি করে, যোগ্য আবেদনকারীদের নির্ধারিত এলাকায় মাছ ধরার অনুমতিপত্রের অনুমতি (এলওপি) সরবরাহ করা হয়েছিল। গভীর সাগর এ মাছ ধরার সেক্টরের সমেত উন্নয়নের উপর LOP প্রকল্পটির প্রত্যাশিত প্রভাব বিবেচনা না করে, সরকার এই সেক্টরের উন্নয়নের জন্য একটি বিকল্প পদ্ধতি বিবেচনা করবে এবং বিদ্যমান LOP প্রকল্পটি বাতিল করবে। সামুদ্রিক মাছ ধরার ছোট আকারের চরিত্র নিশ্চিত করার সময়, সমুদ্রে সামুদ্রিক মাছ ধরার এবং প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে প্রাইভেট বিনিয়োগগুলি সমেত উন্নয়নের জন্য সামুদ্রিক মাছ ধরার সম্ভাব্যতার সম্পূর্ণরূপে জোড়ায় উন্নীত করা হবে। সমুদ্রে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদগুলির স্থায়ী ব্যবহারে বর্ধিত যাত্রা শুরু করতে সক্ষম আধুনিক মাছ ধরার জাহাজগুলির সর্বোত্তম ফ্লিট সাইজ প্রয়োজন হয় এবং যেখানেই প্রয়োজন হয়, বিদেশী প্রযুক্তির সহায়তাকে সেক্টরের উন্নয়নেও বিবেচনা করা হবে। গভীর সমুদ্রের মাছ ধরার জন্য ভারতীয় মাছ ধরার নৌকার ক্ষমতা তৈরির জন্য সকল স্টেকহোল্ডারদের সমন্বিত একটি একক উইন্ডো পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। উদ্যোক্তা উন্নয়ন, বেসরকারি বিনিয়োগ, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এবং সামুদ্রিক মৎস্য খাতের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ সংগ্রহের

DRAFT



7

জন্য উৎসাহিত করা হবে। পাশাপাশি, সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য গভীর সাগর মাছ ধরার শিল্পের সাথে সামুদ্রিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানি খাতের একীকরণের জন্য পদ্ধতিগুলি কার্যকর করা হবে।

১৬.০ গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার এবং জনপ্রিয়করণের জন্য প্রথাগত জেলেদের দক্ষতা ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সরকার নতুন প্রকল্প চালু করবে। প্রকল্পটি অভ্যন্তরীণ গভীর সমুদ্রের মাছ ধরার দ্রুতগামী আধুনিকীকরণ বিবেচনা করবে, জেলেদের সমবায় / স্ব-সহায়তা গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে নতুন আদিবাসী গভীর সাগর মাছ ধরার জাহাজের প্রবর্তন, বাজার প্রশিক্ষণ এবং বাজার ও রপ্তানির সাথে সংযোগ স্থাপন করবে। এই প্রক্রিয়া / প্রকল্পগুলি চালু করার সময়, EEZ এ মাছ ধরার সাথে সম্পর্কিত এবং আন্তর্জাতিক মহাসাগরগুলিতে উচ্চ সমুদ্রে অতিক্রম করার মতো পদক্ষেপগুলি নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ইইজেডিতে গভীর সাগরের সম্পদের ব্যবহার শুধুমাত্র ইইজেড-এ উপলব্ধ সংস্থার ক্ষেত্রেই নয়, নৌযান নির্মাণ, জরিপ ও সার্টিফিকেশন, মানব ক্ষমতা উন্নয়ন এবং বিধি ও বিধিগুলির একটি ব্যাপক ও বাস্তবায়নযোগ্য সেটের জন্য প্রযুক্তিগত অবকাঠামো হিসাবে বিবেচিত হবে; শক্তিশালী মনিটরিং, কন্ট্রোল অ্যান্ড সার্ভেলেসেন্স (এমসিএস) শাসন, বাণিজ্যিক মৎস্য সম্পদ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত তথ্য প্রাপ্যতা এবং তাদের লক্ষ্যবস্তু করার জন্য সর্বোত্তম মাছ ধরার পদ্ধতির সাথে।

১৭.০ উপকূলীয় রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সরকার ইইজেডের জন্য একটি সামগ্রিক সম্পদ ব্যবহার পরিকল্পনা বিকাশ করবে। একই সাথে, উপকূলীয় রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকেও স্বীকার করতে হবে যে ইইজেড .১২ এবং ২00 এনএমএর মাঝামাঝি এলাকাটি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত একটি সাধারণ সম্পদ এবং তাদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন মাছ ধরার কৌশলগুলি অতিরিক্ত শোষণ এবং আন্তঃ-রাজ্য হতে পারে / ইন্টার-স্টেট দ্বন্দ্ব। এই দৃষ্টি রেখে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি ইইজেডিতে জীবিত সম্পদগুলির টেকসই ব্যবহার এবং পরিচালনার জন্য পরিচালন নীতি ও পদক্ষেপের সাথে একমত হতে একসাথে কাজ করবে। ইন্টার-স্টেট দ্বন্দ্ব হ্রাস ও সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব পরিচালনার জন্য ইনস্টিটিউশনাল মেকানিজম স্থাপন ও শক্তিশালী করা হবে। সরকার ইন্টিগ্রেটেড উপকূলীয় ও দ্বীপপুঞ্জের মৎস্য বিকাশের পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করবে, যা উপকূলীয় রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও দ্বীপগুলির অর্থনীতির উন্নতিতে সহায়তা করবে। টেকসই মৎস্য শিকারের জন্য

DRAFT

কাঠামো, উপকূলীয় / দ্বীপ পর্যটন, ভাসমান জ্বালানি সরবরাহের সুবিধা, মাতা(প্রধান) ক্যারিয়ার জাহাজ এবং মোবাইল সামুদ্রিক অ্যাম্বুলেন্সের জন্য কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

১৮.০ উচ্চ সমুদ্রের বা ফসলের জাতীয় অঞ্চলের (এবিএনজে) পাশাপাশি ক্রিল মাছ ধরার মতো অন্যান্য দেশগুলি দ্বারা সম্পন্ন মৎস্য সম্পদের ফসল সংগ্রহের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সরকার এবিএনজেতে ভারতীয়দের দ্বারা মৎস্য সম্পদের ব্যবহারকে উন্নীত করবে। মাছ ধরার জাহাজ, উচ্চ সমুদ্রের মৎস্য সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি / ব্যবস্থা এবং সমুদ্রের জেলেদের সুরক্ষিত পাহারা উপকূলীয় নিরাপত্তা ও নিরাপত্তার জন্য যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির সম্মতি সাপেক্ষে।

নজরদারি, নিয়ন্ত্রণ এবং নজরদারিঃ

১৯.০ সামুদ্রিক মৎস্য খাতের জন্য একটি সাউন্ড এবং কার্যকর এমসিএস শাসনের জন্য বিদ্যমান প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন। বর্তমানে, সামুদ্রিক সেক্টরে পরিচালিত সমস্ত মাছ ধরার জাহাজ(ঐতিহ্যবাহী, মোটরযুক্ত, যান্ত্রিক এবং অ যান্ত্রিককৃত) নিবন্ধন করার জন্য সরকারের একটি অনলাইন ইউনিফর্ম নিবন্ধন এবং লাইসেন্সিং সিস্টেম (রী-য়ালক্রাফ্ট) রয়েছে। । মাছ ধরা এবং প্রচেষ্টা এবং নিবন্ধন এবং লাইসেন্সিং মাধ্যমে মাছ ধরার নিয়ন্ত্রণ পর্যবেক্ষণ করা হয়, এমসিএস সামুদ্রিক রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, উপকূলবর্তী সামুদ্রিক পুলিশ এবং ভারতীয় কোস্ট গার্ড (আইসিজি) এর মৎস্য দফতরের (ডিওএফ) বৃহত্তর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করা হবে। এমসিএসকে শক্তিশালীকরণ ও উন্নতি চিপ-ভিত্তিক স্মার্ট রেজিস্ট্রেশন কার্ডগুলি প্রবর্তনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পরিচালিত হবে যা বেস পোর্ট, যাত্রা ইত্যাদি নিবন্ধন, লাইসেন্সিং এবং অন্যান্য রুটিন তথ্য সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করবে। এছাড়া এমসিএস ফাংশনগুলিও থাকবে লগ বই, আন্দোলন টোকেন, মাছ ধরার জাহাজের রঙ কোডিং, তাদের পরিচয় জন্য মাছ ধরার জন্য বায়োমেট্রিক কার্ড এবং স্থান প্রযুক্তি ও আইটি সরঞ্জামগুলি (যেমন ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম / স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ সিস্টেম) বাধ্যতামূলক ব্যবহার দ্বারা শক্তিশালী করা। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সাথে আরও কার্যকর এমসিএস ব্যবস্থা স্থাপন করবে। আইসিজি এবং কক্সবাজার পুলিশ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত এবং এমসিএস সিস্টেম শক্তিশালী করার জন্য সজ্জিত করা হবে। এমসিএস ফাংশন বাস্তবায়নে সম্প্রদায়ের ভূমিকা জোরদার করার প্রচেষ্টাও করা হবে।

DRAFT

২০.০ সামুদ্রিক মৎস্য খাতগুলি নকশা, নির্মাণ সামগ্রী, আকার, ইঞ্জিন এবং গিয়ার এবং অপারেশন এলাকার পরিবর্তে মাছ ধরার পাত্রগুলির একটি পরিসরের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। রেজিস্ট্রেশন, জরিপ এবং সার্টিফিই, শনাক্তকরণ নথি এবং ট্র্যাকিং সরঞ্জামের বাধ্যতামূলক গাড়ি, উপরে দেওয়া বিধান লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা, মাছ ধরার জাহাজগুলির সমুদ্র নিরাপত্তা এবং মানানসই মানসমূহের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি মৎস্য খাতে এবং ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও), ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) ইত্যাদি সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি যেমন খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) দ্বারা নির্ধারিত আন্তর্জাতিক মানদন্ড এবং মানদণ্ড পূরণের জন্য।

২১.0 পাশাপাশি, ভাসমান বিল্ডিং গার্ড এবং মাছ ধরার জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে দেশে একটি অনিয়মিত কার্যকলাপ হয়েছে, যার ফলে স্থিতিশীলতা, মাছ ধরার সর্বোত্তম স্থান, ক্রু থাকার ব্যবস্থা এবং রান্নাঘরের জন্য বিধানগুলি এবং টয়লেট। ফাইবার রাইনফোর্সড প্লাস্টিকের (এফআরপি) বর্ধিত ব্যবহারে, যেমন গজ দ্বারা নিম্নমানের নৌকা নির্মাণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার সামুদ্রিক রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সামুদ্রিক মাছ ধরার নিয়ন্ত্রণ আইন (এমএফআরএ) -এর সুযোগকে আরও বিস্তৃত বিবেচনা করবে যাতে নৌযান ভবনগুলি নিবন্ধন, সমুদ্রপথের জন্য মাছ ধরার জাহাজের বার্ষিক সমীক্ষা, যোগাযোগের নিয়মিত পরিদর্শন এবং আইআরএস / অনুরূপ প্রযুক্তি সংগঠনগুলি, মাছ ধরার জাহাজগুলির জন্য আদর্শ নকশা বিশেষণ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি দ্বারা নির্মাণাধীন জাহাজগুলির ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্মাণ সামগ্রী এবং পদ্ধতি বিবেচনা করে।

২২.০ অবৈধ, অরক্ষিত এবং অনিয়মিত মাছ ধরার (আইইউই), প্রতিরোধ ও অপসারণের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি / ব্যবস্থা করার জন্য ভারত একটি দল, ভারত বন্দর ও সমুদ্র উভয়তে একটি দৃঢ় প্রক্রিয়া স্থাপন করবে যা নিশ্চিত করে যে ভারতীয় মাছ ধরার নৌকোটি না আইইউই মাছ ধরার নিজস্ব ইইজেড, উচ্চ সমুদ্র এবং অন্যান্য দেশগুলির ইইজেডিতে জড়িত।

২৩.০ সাম্প্রতিক সময়ে, ভারতীয় জেলেদের আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সীমানা লাইন (আইএমবিএল) অতিক্রমকারী ঘটনা বেড়েছে। এই বৃদ্ধিটি হ্যাগে স্থায়ী আদালতের কর্তৃক প্রদত্ত রায় অনুসারে আইএমএমএলকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার কারণে অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি কারণ রয়েছে। এ ধরনের ঘটনা কমাতে সরকার জেলেদের প্রয়োজনীয়

DRAFT

সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করবে যাতে আইএমবিএলের ক্রসিং এড়াতে পারে।

২৪.০ আইএলও কনভেনশন ১৮৮ একটি ল্যান্ডমার্ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন যা মাছ ধরার জাহাজগুলির সর্বোত্তম শ্রম অবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান সরবরাহ করে। মাছধরা জাহাজে কাজ করা শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদানের জন্য গার্হস্থ্য বিধানে উল্লিখিত কনভেনশনগুলির বিধানগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে সরকার বিবেচনা করবে। এই ক্ষেত্রে, এটিও অপরিহার্য যে মাছধরা জাহাজে কাজ করার জন্য অন্য রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে অন্যের কাছে স্থানান্তরিত শ্রমগুলিতে বর্ধিত বিধানগুলি বাড়ানো হয়। কেন্দ্রীয় সরকার আইএলও কনভেনশন ১৮৮ এর অনুমোদনের জন্য সময়মতো স্থাপন করার জন্য সময়সীমা নির্ধারণের জন্য রাজ্য সরকারের সাথে পুরোপুরি কাজ করবে এবং এর দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য, নৌকার শ্রমিক ও অভিবাসী শ্রমিকদের কাজের শর্তাবলী এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ আইন সম্পর্কিত আপডেটের সময়সীমার জন্য সময়সীমা সহ জাহাজ নিবন্ধনের জন্য আন্তর্জাতিক মান , মাছ ধরার কেন্দ্র (মাছ ধরার নৌকা), মাছ ধরার বন্দর ইত্যাদি জন্য স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটারি মান সম্পর্কে নির্দিস্ট করে।

২৫.0 আইএলও দ্বারা অনুমান করা হয়েছে যে সমুদ্রের মাছ ধরার সময় বিশ্বব্যাপী ২৪০০০ জন জেলে মারা যায়। এই পরিসংখ্যানগুলি এমন দেশ থেকে উদ্ভূত হয় যেখানে সমুদ্রের দুর্ঘটনার উপর ভাল পরিসংখ্যান বজায় রাখা হয়। যদি অন্যান্য দেশের মৃত্যুর সংখ্যাও বিবেচনায় নেওয়া হয়, তবে অনুমানগুলি অনেক বেশি হবে। ভারতীয় সামুদ্রিক মৎস্যশিল্পের প্রধান ছোট আকারের প্রকৃতির বিবেচনায় সরকার নিশ্চিত করবে যে নিরাপত্তা-সমুদ্রের ব্যবস্থা পর্যাপ্তরূপে শক্তিশালী এবং বাস্তবায়িত হয়। এই ধরনের পদক্ষেপগুলি অন্যদিকে জীবজন্তু যন্ত্রপাতিরগুলির (যেমন ডেস্রেস অ্যালার্টিং ট্রান্সমিটার / স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ সিস্টেম) এবং নৌযানগুলির যোগাযোগ সরঞ্জাম এবং মাছ ধরার দক্ষতা এবং মাছধরা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা বিকাশের বিধান অন্তর্ভুক্ত করবে।

মৎস্য তথ্য ও গবেষণাঃ

২৬.০ বিবেচ্য সিদ্ধান্তের জন্য, সরকার বিজ্ঞান-নীতি ইন্টারফেস শক্তিশালী করবে। পাশাপাশি, সাউন্ড পলিসি সিদ্ধান্তগুলি সামুদ্রিক মৎস্য খাতের বিভিন্ন দিককে আচ্ছাদনকারী সময়সীমার, নির্ভরযোগ্য এবং সমন্বিত ডেটাসেটগুলির জন্য প্রয়োজনীয় হবে, সরকার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং স্টেকহোল্ডারদের সমন্বিত জাতীয় সামুদ্রিক



11

মৎস্য তথ্য অধিগ্রহণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে। এই পরিকল্পনা শক্তিশালীকরণ লক্ষ্য করা হবে যথাযথ প্রযুক্তি ও ক্ষমতা বিল্ডিং মাধ্যমে সময়মত এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য অধিগ্রহণ এবং মৎস্যচাষের জন্য ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করা হবে।

**মেরিকালচারঃ**

২৭.০ মৎস্যচাষ, স্থায়ীভাবে সঞ্চালিত হলে উপকূলীয় জলের কাছ থেকে মাছ উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সেক্টর বিকাশের জন্য বীজ সরবরাহের জন্য মৎস্যচাষ খামার / উদ্যান স্থাপন ও হাটের স্থাপনের জন্য সরকার স্কিমগুলিকে উৎসাহিত করবে। এই উদীয়মান সেক্টরের সাংবিধানিক ও বাণিজ্যিক চাহিদা, যার মধ্যে ইজারা অধিকার নীতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে; স্থানিক পরিকল্পনা; যেমন কৃষি, বীজ, খাদ্য, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা হিসাবে প্রযুক্তিগত ইনপুট; পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব; স্থানীয় মাছধরা ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ক্ষমতা তৈরির জন্য মৎস্যচাষ গ্রহণ; এবং স্থানীয় বাজার এবং মূল্য চেইনগুলির উন্নয়ন উপকূলীয় রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শে গঠিত হবে। ছোট মাছ ধরার সম্প্রদায়, জেলেদের গ্রুপ, মৎস্য সমবায় বা সরকারী সংস্থার অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উৎসাহিত ও সমর্থিত হবে।

**দ্বীপ মৎস্যজীবীঃ**

২৮.০ আন্দামান ও নিকোবর ও লক্ষাদ্বীপ গ্রুপ দ্বীপপুঞ্জে গুরুত্বপূর্ণ মাছধরা সম্পদ রয়েছে, যার মধ্যে টুনা এবং টুনা প্রজাতির আকর্ষণীয় মৎস্য এবং বাণিজ্যিক মূল্যের অন্যান্য প্রজাতি যেমন গোষ্ঠী, স্ন্যাপার এবং প্রবাল মাছ রয়েছে। তাদের ভৌগোলিক দূরবর্তীতা ইতোমধ্যে মৎস্য বিকাশ এবং মৎস্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারকে বাধা দিয়েছে। সরকার মৎস্য সম্পদ, মৎস্যচাষ, স্থানীয় মাছ ধরার ক্ষমতা উন্নয়ন ও ইনস্টিটিউটের পোস্টহারভেস্ট সহায়তার টেকসই ফসলের জন্য নিবেদিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে যা ফসলের সম্পদগুলি মূলভূমির বাজারে এবং সীফুড রপ্তানিকারক গন্তব্যগুলিতে আসতে পারে।

**পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াকরণঃ**

২৯.0 দেশের FLFs, বন্দর এবং মাছ বাজারের সাধারণ স্বাস্থ্য এবং স্যানিটারি দিকগুলি তাদের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত করার জন্য উন্নতির প্রয়োজন। এই সুবিধাগুলিতে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার জন্য স্টেকহোল্ডারদের সংবেদনশীল করার জন্য সরকার প্রোগ্রাম চালু করবে। একযোগে, রাজ্য / ইউটি সরকার ও পোর্ট ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষকে

DRAFT

এফএলসি / সদর দফতরের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনায় স্টেকহোল্ডার রান কমিটি সহ সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া বিকাশের জন্য উৎসাহিত করা হবে। এই নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর সীফুড প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে। বিশেষ করে, পোস্ট হারভেস্ট মৎস্যজীবনে ক্ষমতায়নের জন্য জরুরি চাহিদা পূরণে প্রচেষ্টা করা হবে।

৩০.০ পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধাগুলি সামুদ্রিক মৎস্য শৃঙ্খলা  সমালোচনামূলক এবং এমসিএস ফাংশনগুলির জন্যও সমালোচনামূলক। প্রয়োজনীয়তার ব্যাপক পুনঃনির্মাণের ভিত্তিতে এবং উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের উপর ন্যূনতম প্রভাব নিশ্চিত করার ভিত্তিতে, সরকার হারভার-ভিত্তিক মাছের ড্রেসিং কেন্দ্র এবং মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ এস্টেট সহ অতিরিক্ত সুবিধা তৈরি করবে। এই ধরনের অবকাঠামো সুবিধার জন্য স্টেকহোল্ডারদের সরাসরি যোগসূত্র প্রচারের জন্য, প্রয়োজনীয়তার দ্রুত পরিপূরক নিশ্চিত করার জন্য পিপিপি মোড সহ মাছ ধরার সমবায়কে উৎসাহিত করা হবে।

৩১.০ বর্তমানে, অনুমান করা হয় যে, ফসলের প্রায় ১৫ শতাংশ ধরা মাছ নষ্ট হয়, যা প্রাকৃতিক সম্পদের একটি বৃহদায়তন অংশ যা অন্যথায় ভাল ব্যবহার করা যেতে পারে। সরকার বোর্ডের মাছের হ্যান্ডলিংয়ের মাধ্যমে পোস্ট হারভেস্ট ক্ষতির বিষয়টি মোকাবিলা করবে, কারণ এটি উচ্চ মানের মাছ এবং তাদের পণ্যগুলির জন্য ভাল মানের এবং মূল্যের দিকে পরিচালিত করবে। আরো গুরুত্বপূর্ণ, মূল্যবান মাছের সম্পদ হ্রাস করা কমহবে যাতে মানুষের ব্যবহারের জন্য আরো মাছ পাওয়া যায়। ক্যাপচার ফিশ হ্রাস কমানোর ব্যবস্থাগুলি প্রাসঙ্গিক প্রয়োগ, গিয়ার এবং অন্যান্য পরিচালনার ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে প্রচারিত হবে।

৩২.০ মাছের খাদ্য শিল্পে কম মূল্যের মাছ প্রজাতির ব্যবহার উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ এটি যেমন প্রজাতির ওভারফিশিং হতে পারে এবং মেরিন ইকোসিস্টেমের অখণ্ডতার ক্ষতি করতে পারে। কিছু উপকূলীয় রাজ্যে মাছ খাবারের উদ্ভিদের বিস্তার এবং ক্ষুদ্র পেলাজিকগুলির (যেমন তেলের সার্ডিনস) ব্যাপক চাহিদার কারণে দেশটির কিছু অংশে ক্ষুদ্র পেলাজিকগুলি হ্রাস পেয়েছে। ফিশমিল উদ্ভিদের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে সরকার এই সমস্যাটি সমাধান করবে।

**বাণিজ্যঃ**

৩৩.০ভারতীয় সীফুড খাদ্য বিশ্বব্যাপী সীফুড ব্যবসায়ের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান খুঁজে পায়। বর্তমানে, ভারত থেকে সীফুড রপ্তানী পরিমাণগতভাবে এবং গুণগতভাবে বেড়েছে। এই

DRAFT

বিকাশের সত্ত্বেও, ভারতীয় সীফুড এখনও তার সর্বোত্তম মূল্য তুলতে পারে না, প্রথম মূল্যের নিম্ন স্তরের কারণে এবংদ্বিতীয় দরিদ্র পণ্য ব্র্যান্ডিংয়ের কারণে । এই দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে উঠতে, সরকার পণ্য বৈচিত্র্য উন্নয়নের জন্য, মান বৃদ্ধি এবং পণ্য ব্র্যান্ডিং উন্নত করতে এবং বিশ্বের বিভিন্ন অংশে নতুন বাজারগুলিতে পৌঁছানোর প্রচেষ্টাগুলি করবে। একইভাবে, গার্হস্থ্য খাতে মাছ ও মাছের পণ্যগুলির ক্রমবর্ধমান ভোক্তা চাহিদা নিয়ে, সরকার ভোক্তাদের উচ্চমানের মাছ পেতে নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান অবকাঠামো, মান শৃঙ্খলা এবং গার্হস্থ্য মাছ বিপণনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করবে।

৩৪.০ মৎস্য পণ্যের ট্রেসযোগ্যতা এবং শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে মোকাবেলা করা হবে, কারণ তারা বিশ্বব্যাপী সীফুড খাদ্যের সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। আন্তর্জাতিক চাহিদা ও মান পূরণের জন্য সীফুড পণ্যের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি মৎস্য পণ্যগুলির সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের জন্যও প্রচেষ্টা করা হবে। অধিকন্তু, মৎস্য পণ্যগুলি খাদ্য নিরাপত্তা স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএআইএআই) এর বেঞ্চমার্কগুলির সাথে অভ্যন্তরীণ বিপণন মূল্য শৃঙ্খলা উন্নত করার জন্য সমন্বিত হবে। এ প্রসঙ্গে, সরকার রপ্তানি নিরীক্ষা কাউন্সিল (ইআইসি) এর সাথে FSSAI মানদন্ড সমন্বয় করার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

৩৫.০ সীফুড এবং ইকো লেবেলিংয়ের ট্রেসযোগ্যতা মৎস্য পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য বাজার ভিত্তিক হস্তক্ষেপ হিসাবে ক্রমশ গুরুত্ব পেয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বাজারে রপ্তানি করা সমস্ত সীফুডগুলির জন্য সীফুডর ট্রেসযোগ্যতা প্রদর্শন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। আগামী কয়েক বছরে আরো আমদানিকারী দেশগুলিও বাজারে প্রত্যয়িত এবং লেবেলযুক্ত সীফুড হিসাবে দাবি করবে। ভারত  মাছের স্টক, সীফুড শিল্প ও মাছ ধরার জন্য উপকৃত হবে এমন গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় মাছ ধরার ইকো লেবেলিংয়ের জন্য একটি কার্যকর পরিবেশ তৈরি করবে।

৩৬.০ ল্যান্ডিং কেন্দ্র এবং খুচরা বাজারে মাছ বিক্রির দামের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য নির্দেশ করে যে মধ্যস্থতাকারীরা মূল্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নেয়। ক্রেডিট বন্ধনে সমস্যা আছে। প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ আনতে সরকার পদক্ষেপ নেবে বলে বিবেচনা করবে যাতে মধ্যস্থতাকারীদের ও বেসরকারি অর্থদাতাদের উপর মাছ ধরার নির্ভরতা হ্রাস পায়। জেলেদের চালিত এবং / অথবা রাষ্ট্র পরিচালিত বন্দর-ভিত্তিক সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিপণন শক্তিশালীকরণের দিকেও প্রচেষ্টা চালানো হবে।

DRAFT

## সামুদ্রিক পরিবেশ ও দূষণঃ

৩৭.০ দূষণের কারণে ভারতে সামুদ্রিক পরিবেশের অবস্থা চাপা পড়েছে এবং সম্ভবত মাছের স্টকের পতনের কারণগুলির মধ্যে একটি। অধিকন্তু, সমুদ্র এবং ভূত (ঘোস্ট) মাছ ধরার ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের (বিশেষ করে মাইক্রো প্লাস্টিকের কণা) ক্ষয়ক্ষতির চিকিৎসা, যেমন মাছের স্টকগুলিকে সমানভাবে প্রভাবিত করে। ভূমি ও সমুদ্র-ভিত্তিক দূষণ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বাস্তুতন্ত্রের নজরদারি নিশ্চিত করার জন্য দূষণকারীদের নিয়ন্ত্রণে সরকার নিয়ন্ত্রক পদ্ধতিগুলিকে শক্তিশালী করবে। মাছ ধরার জাহাজগুলি তাদের নকশা ও নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কোনও ফর্মের মধ্যে সামুদ্রিক দূষণে অবদান না রাখে তা নিশ্চিত করার জন্য মাছ ধরার সমস্ত প্রচেষ্টা করা হবে

৩৮.০ পোর্টের উন্নয়ন কখনও কখনও সমুদ্রের পাশে ক্ষয় এবং বর্ধন সৃষ্টি করে। এই বিকাশগুলি উপকূলীয় কনফিগারেশনে পরিবর্তন আনতে পারে, যা উপকূলীয়, পরিবেশবিদ্যা এবং মৎস্যজীবীদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। উপকূলের অবকাঠামো উন্নয়নের বিবেচনায় সরকার এই দিকগুলি মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত পদ্ধতি স্থাপন করবে।

৩৯.০ এটি সুপরিচিত যে উপকূলীয় এবং উপকূলীয় জলের শেষ অংশে ইকোসিস্টেম রয়েছে এবং এতে বসবাসরত সামুদ্রিক মাছের সম্পদগুলি পুষ্টির পরিমাণে তাজা জল এবং উপসর্গের প্রবাহে অত্যন্ত নির্ভরশীল। যাইহোক, এই জলাশয়গুলি হৃৎপিণ্ডীয় চাপের সাপেক্ষে, পরিবেশগত গুণমানের অবনতি এবং তাজা পানির প্রবাহকে হ্রাস করে। এই ধরনের পরিবর্তনগুলি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক মাছ ধরার সংস্থানগুলির স্টককে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ মূল্যের চিংড়ি, যা এই অভ্যন্তরীণ উপকূলীয় জলে তাদের জীবনচক্রের একটি পর্যায় সম্পূর্ণ করে। অতএব, এই ধরনের লেভেল-শেষ বাস্তুতন্ত্রের পরিবেশগত সংহতি রক্ষা করার জন্য সরকার অভ্যন্তরীণ পানির সম্পদগুলির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় উপকূলীয় ইকো-সিস্টেমগুলির স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিশ্চিত করবে।

৪০.০ টেকসই মৎস্য বিকাশের উন্নয়নের সময়, সরকার সামুদ্রিক পরিবেশের পরিবেশগত সততা রক্ষণাবেক্ষণের উপর জোর দেবে, যাতে বিপন্ন, হুমকিপ্রাপ্ত বা সুরক্ষিত সামুদ্রিক প্রজাতির উপর কোনও প্রতিকূল প্রভাব পড়ে না। ম্যানগ্রোভ, সামুদ্রিক ঘাস স্তর এবং প্রবাল শিলা উপকূলীয় সামুদ্রিক ইকো সিস্টেমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং বিভিন্ন ধরনের মাছ প্রজাতির এবং সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীদের (যেমন ডুগং) বাসস্থান সহ ইকো-সিস্টেম পরিষেবা সরবরাহ করে। যেমন বাস্তুতন্ত্রকে অ্যানথ্রপোজেনিক প্রভাব থেকে রক্ষা করা হবে।

DRAFT



15

**জলবায়ু পরিবর্তন (অভিযোজন এবং নতুন উদ্যোগ)ঃ**

৪১.০ জলবায়ু পরিবর্তন হ'ল মৎস্য খাতের মুখোমুখি হওয়া সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি এবং সময়কালীন অভিযোজন এবং পরিচালনার পরিকল্পনাগুলি প্রয়োজনীয়। সামুদ্রিক মৎস্যচাষে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলি ভারতীয় ইইজেড এবং পার্শ্ববর্তী উচ্চ সমুদ্রের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দৃশ্যমান। এই ধরনের প্রভাব কিছু মাছের মাছ ধরার ক্ষেত্রে অনুমানযোগ্য পরিবর্তন আনিয়েছে, যা মাছ ধরার অপারেশনগুলিতে মাছ ধরার পরিবর্তনের জন্য বাধ্য করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ মাছের স্টক প্রচুর পরিমাণে পরিবর্তনের কারণ। সরকার সময়সীমার মধ্যে অভিযোজন বিকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি মাছের স্টক ও মাছ ধরার সম্প্রদায়গুলিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে মনোযোগ নিবদ্ধ করবে। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ভারতের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির অংশ হিসাবে, মাছধরা ও মাছ ধরার সম্পর্কিত কার্যক্রম থেকে গ্রীন হাউস গ্যাসেস (জিএইচজি) নির্গমন হ্রাস করে সবুজ মৎস্যচাষের ধারণাও উৎসাহিত করা হবে।

**ফিশার ওয়েলফেয়ার, সামাজিক নিরাপত্তা, নেট ও প্রতিষ্ঠানীয় ক্রেডিটঃ**

৪২.০ সরকার বর্তমান কল্যাণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে এবং ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার স্কিম (ডিবিটিএস) এর মাধ্যমে দেশের মাছ ধরার সম্প্রদায়কে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা জাল সরবরাহ করতে আরও শক্তিশালী করবে। এই ধরনের পদক্ষেপগুলি ফিশারদের কমিউনিটি কল্যাণ, হাউজিং এবং অন্যান্য সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করবে।

৪৩.০ চরম আবহাওয়ার উত্থান, ঘূর্ণিঝড় এবং অধিক তরঙ্গের চরম প্রকৃতির আবহাওয়া ঘটনাগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসাবে বিবেচিত হবে। একই ভাবে, তৈল ফেলার মতো মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়গুলিও দুর্যোগ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং প্রভাবিত মাছ ধরার সম্প্রদায়গুলি তাদের জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য অনুমোদিত সহায়তা / সহায়তা প্রদান করবে। সমুদ্রের উপর মাছ ধরার জীবন ক্ষতির ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরণের পদ্ধতি সহজতর করা হবে যাতে কার্যকর মাছ ধরার পরিবারের সুবিধাগুলি যুক্তিসঙ্গত সময়ে সরবরাহ করা হয়।

৪৪.০ মাছের স্টক স্বাস্থ্যের উপর মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার ইতিবাচক প্রভাবগুলি স্টেকহোল্ডারদের একটি বড় অংশ দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছে। কিছু উপকূলীয় রাজ্য এবং স্টেকহোল্ডাররা ৬১ দিনের বর্তমান সময়ের নিষেধাজ্ঞা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তাও উচ্চারণ করেছেন। নিষেধাজ্ঞার ফলপ্রসূ প্রভাব এবং স্টেকহোল্ডারদের ভাল সহযোগিতা বিবেচনা

DRAFT

করে সরকার মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময় মাছ ধরার জন্য বিদ্যমান ক্ষতিপূরণমূলক প্যাকেজ আরও শক্তিশালী করবে। এটি কেবলমাত্র সম্পদ সংরক্ষণে স্টেকহোল্ডারদের বর্ধিত অংশীদারিত্বকেই বাড়াবে না, বরং হ্রাস / হ্রাসের লক্ষণগুলি দেখানোর জন্য মাছের স্টকগুলি পুনর্নবীকরণ ও পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেও সহায়তা করবে।

৪৫.০ বছর ধরে মৎস্য সমবায় সমিতির গতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কিছু রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে এই সমবায়রা তাদের সাফল্য প্রদর্শন করেছে। মৎস্য সমবায় সমিতিগুলি সর্বোত্তম ব্যবসায়িক পরিবেশগুলি গ্রহণ করতে পারে যদি তারা ভাল ব্যবসায়িক মডেল গ্রহণ করে যা ফসল এবং পোস্ট ফসল উভয় ফসল অন্তর্ভুক্ত করে। প্রয়োজনে দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরী ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে সরকার আরও মৎস্য সমবায়কে আরও সহজতর এবং শক্তিশালী করবে। মৎস্য ও জলবায়ু সম্পর্কিত বিষয়গুলি মোকাবেলার জন্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিচালনার জন্য সমবায়কে উৎসাহিত ও শক্তিশালী করা হবে।

৪৬.০ মাছ ধরার সরঞ্জামাদি এবং কারুশিল্পের জন্য মাছ ধরার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের প্রাপ্যতা প্রায়শই কঠিন প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ঝুঁকিপূর্ণ প্রকৃতির ফলে অনেকগুলি জেলে মালিক ব্যক্তিগত ঋণদাতাদের ও ঋণদাতাদের ঋণ ফাঁদে পড়ছে। এই পরিস্থিতির প্রতিকারের জন্য, সরকার উদার শর্তাবলী সঙ্গে জেলেদের পাবলিক অর্থ প্রদান বিবেচনা করবে। এই দিক থেকে, কৃষি ব্যাংক ও নাবার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং মাছ ধরার প্রয়োজন মেটাতে বিবেচনা করা হবে।

৪৭.০ ছোট মাছ শিকারি থেকে মাছ ধরার আরও অর্থনৈতিক ও কার্যকর উপায়গুলিতে সরানোর জন্য প্রশিক্ষণ, ক্ষমতা নির্মাণের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী মাছ ধরার প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়ানোর দিকে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

**লিঙ্গ সাম্যতাঃ**

৪৮.০ মৎস্য খাতে ফসল তোলার পরে নারীর মোট কর্মক্ষমতা ৬৬ শতাংশের বেশি। পরিবারগুলি বাড়ানোর পাশাপাশি, মহিলাদের স্ব-সাহায্য গোষ্ঠী (এসএইচজি) মাধ্যমে , মাছ শুকানোর এবং অন্যান্য মূল্য সংযোজন কার্যক্রমগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারীদের দ্বারা পরিচালিত ভূমিকাতে সরকার অবদান রাখতে অব্যাহত থাকবে এবং মহিলা

DRAFT

সমবায় গঠনের মাধ্যমে সহায়তা বাড়িয়ে দেবে; নারী বান্ধব আর্থিক সহায়তা প্রকল্প; খুচরা বিপণনের জন্য নিরাপত্তা, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিবহন সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত করবে এমন ভাল কাজের শর্তাবলী; ছোট আকারের মাছ ধরা, মান-সংযোজন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উৎসাহ; এবং মৎস্য ব্যবস্থাপনায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সহজতর।

**অতিরিক্ত / বিকল্প জীবনযাত্রাঃ**

৪৯.০ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদগুলি কমে যাওয়ার কথা মনে রেখে, উপকূল বরাবর ছড়িয়ে থাকা বিপুল সংখ্যক মাছ ধরার সম্প্রদায়ের জন্য জীবিকার অতিরিক্ত / বিকল্প উৎসগুলি অপরিহার্য হবে। মৎস্যচাষ ও ইকো-পর্যটন এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় এবং উভয় জীবিকার অতিরিক্ত / বিকল্প উৎসগুলির ভাল সম্ভাবনা সরবরাহ করে। খেলা মাছ ধরা এবং মাছ ধরার পর্যটন অংশ হিসাবে ক্যাচ, আলোকচিত্র এবং রিলিজ (সিপিআর) ধারণা সারা বিশ্বের গুরুত্ব অর্জন করা হয়। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লক্ষাধীপ গ্রুপ অব দ্বীপপুঞ্জ ছাড়াও মূল ভূখণ্ডের কিছু উপকূলগুলিও এই ধরনের কার্যক্রম প্রচারের জন্য উপযুক্ত। সরকার যথাযথ এলাকায় জেলেদের মধ্যে সিপিআর স্কিমগুলিকে উন্নীত করবে এবং মাছ ধরার প্রয়োজনীয়তা সহ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলের সাথে সম্পর্কিত পর্যটন পরিকল্পনার সমন্বয় বিবেচনা করবে।

**নীল বৃদ্ধি উদ্যোগঃ**

৫০.০ মৎস্য খাতের জন্য তার কৌশল পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার সময়, সরকার মাছের জীবন ও জীবিকার উন্নতির জন্য দেশের সামুদ্রিক ও অন্যান্য জল সম্পদ থেকে মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবহার দ্বারা 'নীল বিপ্লব' (নীল ক্রান্তি) গ্রহণে মনোনিবেশ করবে। 'ব্লু রেভোলিউশন' ব্লু গ্রোথ ইনিশিয়েটিভের উপাদানগুলি এবং স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যগুলির অধীনে সেট করা লক্ষ্যগুলি গ্রহন করতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৫১.০ সমুদ্র মহাসাগরের প্রতিযোগিতামূলক চাহিদা বিবেচনা করে সামুদ্রিক স্পেসিয়াল প্ল্যানিং (এমএসপি) -এর প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অপরিহার্য। সমুদ্র থেকে খনিজ ও তেল অনুসন্ধান / নিষ্কাশন থেকে ক্রমবর্ধমান চাহিদা, সামুদ্রিক বাণিজ্যিক ট্র্যাফিকের ক্রমবর্ধমান পরিমাণ এবং কৌশলগত প্রতিরক্ষা উদ্দেশ্যে স্পেস সংরক্ষণের পরিমাণ, মৎস্যচাষের জন্য উপলব্ধ স্থান হ্রাস পাচ্ছে। এই সমসাময়িক বিকাশকে বজায় রাখা, সরকার এমসিপিকে নিশ্চিত

DRAFT

করবে যে সমস্ত ইকো-মনোনয়নমূলক কার্যক্রম তাদের যথাযথ স্থান পাবে এবং প্রক্রিয়াটিতে দ্বন্দ্ব হ্রাস পাবে।

**আন্তর্জাতিক চুক্তি / ব্যবস্থাঃ**

৫২.০ ভারতীয় মাছধরা এখন বিশ্বব্যাপী বিশ্বের মধ্যে সেট করা হয়। মৎস্য বিষয়ক বিশ্বব্যাপী এজেন্ডাটি মৎস্য ও পরিবেশগত উভয় দিকগুলির জন্য উদ্বিগ্ন এবং বন্ধনহীন যন্ত্রগুলির একটি সেট দ্বারা পরিচালিত হয়। ভারত এই ধরনের যন্ত্রের স্বাক্ষরকারী এবং চুক্তিগুলি আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পূরণে এবং মৎস্যসম্পদ টেকসই করার জন্য বিধান ও চুক্তিগুলি বাস্তবায়ন করতে বাধ্য, যা অন্যথায় সেক্টরকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এর ফলে লক্ষ লক্ষ মাছ ধরার জীবিকা প্রভাবিত করে। সরকার আন্তর্জাতিক চুক্তি / ব্যবস্থাগুলির বিধানগুলি মেনে চলবে এবং তার সামুদ্রিক সম্পদ পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতের নেতৃত্বকে দেখিয়ে আঞ্চলিক / আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির কার্যক্রমগুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে যা 'মানবজাতির সাধারণ ঐতিহ্যের অংশ'।

৫৩.০ দায়িত্বশীল মৎস্যচাষের জন্য এফএওর আচরণবিধি (সিসিআরএফ বা কোড) আজ বিশ্বব্যাপী মৎস্য খাতের ক্ষেত্রে অবন্ধিত চুক্তিগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি বিশ্বব্যাপী সুযোগ এবং FAO, মাছ ধরার সংস্থা, সকল ধরণের সংগঠন, মাছ ধরার , মাছ এবং মৎস্য পণ্যগুলির প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে জড়িত ব্যক্তিদের সদস্য এবং সদস্যদের জন্য নির্দেশিত - স্বল্পমেয়াদি, মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রত্যেকেরই সংশ্লিষ্ট। । কোডটি স্বেচ্ছামুলক, কিন্তু কোডের কিছু অংশ প্রতিফলিত হয়েছে এবং এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের বিভিন্ন সম্মেলন এবং চুক্তিগুলি থেকে বড় নিবন্ধ এবং বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোডটি সমস্ত মৎস্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে প্রযোজ্য নীতি ও মান নির্ধারণ করে। সরকার নিশ্চিত করবে যে সামুদ্রিক মৎস্য খাতের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ক্রিয়াকলাপে কোড এবং এর নীতিগুলি সুসংবদ্ধ।

৫৪.০ বিশ্বব্যাপী সম্প্রদায় দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান অবদানকারী হিসাবে ক্ষুদ্র মৎস্য মৎস্যজীবনের গুরুত্বকে স্বীকৃত করেছে এবং স্থায়ী ক্ষুদ্র-স্কেল মৎস্যজীবীদের (ভিজি-এসএসএফ) স্বেচ্ছাসেবী নির্দেশিকাগুলিতে সম্মত হয়েছে। ক্ষুদ্র মৎস্য গোষ্ঠীগুলিকে ক্ষমতায়ন দ্বারা খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য নিরসনের প্রসঙ্গে মানবাধিকার-ভিত্তিক পদ্ধতির প্রচারের মাধ্যমে ভিজি-এসএসএফ নির্দেশিকাগুলির মূল উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা সম্ভব। ক্ষুদ্র

DRAFT

পরিসর খাতে জটিলতা ও বিভাগগুলি, বিশেষত খাদ্যশস্য মাছ ধরার সাথে জড়িতদের দেখতে, ভিজি-এসএসএফের বিধানগুলি বাস্তবায়নে সরকার সব প্রচেষ্টা চালাবে।

৫৫.০ বাধ্যতামূলক এবং অবন্ধিত আন্তর্জাতিক যন্ত্রগুলিতে থাকা বিধানগুলি সাধারণত একে অপরের থেকে শক্তি আঁকড়ে ধরে, এই যন্ত্রগুলিকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হয় এবং বিচ্ছিন্নতা নয়। সরকার আরো সুষম বোঝা এবং যেমন যন্ত্রের আরও ভাল বাস্তবায়ন প্রদানের জন্য স্টেকহোল্ডার ও মৎস্য সংস্থার সাথে ব্যাপক পরামর্শ ও উৎসাহিত করবে।

**আঞ্চলিক সহযোগিতাঃ**

৫৬.০ ভারতীয় উপমহাদেশ পশ্চিম উপকূলে আরব সাগর এবং পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। একসঙ্গে, দুটি সমুদ্র উচ্চ মহাসাগর অংশ গঠিত। পশ্চিম উপকূলে, ভারত তার সাথে পাকিস্তানের সমুদ্র সীমানা ভাগ করে এবং মালদ্বীপের সাথে পূর্ব উপকূলের সীমান্তে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে সীমানা ভাগ করে নেয়। কিছু ক্ষেত্রে, এটি কেবলমাত্র সামুদ্রিক সীমানা নয় বরং ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে মান্নার উপসাগরীয় এবং পাক বে উপসাগরের মতো ইকো সিস্টেমগুলি ভাগ করে নিয়েছে; বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সুন্দরবন; এবং আন্দামান সাগরে মায়িক (মর্গুই) দ্বীপপুঞ্জ। আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগর উভয়ই প্রবাসী এবং পাশাপাশি মাছের স্টক যেমন টুনা এবং টুনারমত প্রজাতি, হাঙ্গর এবং স্প্যানিশ ম্যাকেরলগুলি পরিচালনা করে। পরিস্থিতিগুলি জরুরী হিসাবে, সংস্থার ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রজাতি / স্টকগুলির সংরক্ষণ সহ প্রয়োজনীয়, প্রয়োজনে শক্তিশালী আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে।

৫৭.০ উচ্চতর মহাসাগর, বিশেষত বঙ্গোপসাগর, উচ্চতর প্রতিকূল আবহাওয়া ঘটনার সাক্ষী এবং প্রতি বছর বহু মাছ শিকারি তাদের জীবন হারায় বা চরম কষ্ট ভোগ করে। অধিকন্তু, দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রের ক্ষেত্রে সহযোগিতার পাশাপাশি আঞ্চলিক মৎস্য ও পরিবেশ সংস্থাগুলিতে অংশগ্রহন করা হবে। এই ধরনের সহযোগিতা ভাগ করা সম্পদ এবং শেয়ার ইকো সিস্টেম পরিচালনার সহজতর হবে; ট্রান্স-সীমানা সম্পদগুলির সর্বোত্তম ফসল কাটিয়ে তোলার লক্ষ্যে নীতি ও কর্মসূচিগুলির সমন্বয়; মানবাধিকার রক্ষার জন্য, বিশেষ করে অন্যান্য দেশের জলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া জেলেদের জন্য।

৫৮.০ ভারতীয় দের মাছ ধরার দক্ষতা, পরিশ্রমী প্রকৃতি এবং চ্যালেঞ্জিং অবস্থার অধীনে কাজ করার ক্ষমতা জন্য এই অঞ্চল অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। ফলস্বরূপ, ভারত

DRAFT

থেকে আরো বেশি মাছ ধরার নৌকা এখন অন্য দেশগুলোর মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে, ভারতীয় মাছধরা প্রতিবেশী দেশগুলিতে ধরা পড়েছে, যখন মাছ ধরার সময় তারা অজ্ঞাতনামাভাবে অন্যান্য দেশের ইইজেডিতে ভ্রমন করে, যা সরকারী চ্যানেলগুলির মাধ্যমে তাদের মুক্তির জন্য সরকারকে কঠিন করে তোলে। সরকার অন্যান্য দেশের মৎস্য খাতে চাকরি নিতে ইচ্ছুক যারা মাছ ধরার নৌকা বিদেশে কাজ এবং প্রথাগত সরকারী অনুমোদন মাধ্যমে পর্যাপ্ত দক্ষতা এবং জ্ঞান আছে নিশ্চিত করতে হবে।

**তদারকী ও প্রতিষ্ঠানগত দৃষ্টিভঙ্গিঃ**

৫৯.০ সামুদ্রিক মৎস্য খাতে উপকূলীয় রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ (ডিওএফ), কেন্দ্রীয় সরকার (ডএএইচএইচডি ও এফ, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়, আইসিজি, ইত্যাদি) এবং বৈজ্ঞানিক সংস্থার তত্ত্বাবধানে বিস্তৃত প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়। এই বহুত্ববাদী শাসন কাঠামো একদিকে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ ও উপকূলীয় রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে এবং অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় / বিভাগগুলির মধ্যে দৃঢ় সমন্বয় প্রয়োজন। অধিকন্তু, মৎস্যসম্পদগুলি টেকসইভাবে কাটিয়ে উঠতে তাৎক্ষণিকভাবে উপকূলীয় রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যেও অনুরূপ সহযোগিতা অপরিহার্য হবে। এ প্রসঙ্গে, সরকার সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার মধ্যে আরও ভাল সমন্বয় করার জন্য একটি পদ্ধতি স্থাপন করবে।সরকার ও প্রতিষ্ঠানগত দৃষ্টিভঙ্গি।

৬০.০ ভারতে সামুদ্রিক মৎস্যচাষগুলি অনুশীলন এবং সম্পদ জোড়ার ক্রমাগত পরিবর্তনগুলির সাথে গতিশীল। দ্য এমএফআরএগুলি ১৯৮০ এর দশকের প্রথম দিক থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছিল এবং কয়েকটি রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ব্যতীত, এমএফআরএ মধ্যবর্তী স্থানে ছিল।

১৯৯০-এর দশকে। মূল আন্তর্জাতিক চুক্তি / ব্যবস্থাগুলি (১৯৪২ ইউএনসিএলওএস, ১৯৯২ ইউএনএফএসএ, ১৯৯৫ এফএওসি সিসিআরএফ) গ্রহণ করার আগে MFRA এর অধিকাংশগুলি গৃহীত হয়েছিল, এমএফআরএগুলিতে মৎস্য শাসনের জন্য বিদ্যমান আইন ও বিধিগুলি আপডেট করার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করবে এবং তারা মৎস্য ব্যবস্থাপনায় সকল দিককে আচ্ছাদন করার জন্য আন্তর্জাতিক যন্ত্রপাতি / ব্যবস্থাগুলির সাথে সংলগ্ন উপকূলীয় রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বিবেচনায় মডেল মডেল তৈরির মাধ্যমে এটি করা হবে।

DRAFT



21

৬১.০ ইইজেডজে্ড এ (১২-২০০ এনএম এলাকা) মৎস্য নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য। অতএব, উপযুক্ত আইনের সাথে ইইজেডিতে মৎস্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে। EEZ এ মৎস্য ও মৎস্য টেকসই উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য সরকার এই আইন প্রণয়ন করবে।

**এগিয়ে যাওয়ার পথঃ**

৬২.০ এনপিএমএফ, ২০১৭ পরবর্তী এক দশকে সামুদ্রিক মৎস্য খাতের বহু-মাত্রিক এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে প্রত্যাশিত। এই নীতিটি হোলিস্টিক এবং পর্যাপ্তরূপে এই বৈচিত্র্যময় ইকো-মনোনয়ন কার্যকলাপের সমস্ত বিভাগগুলির প্রয়োজনীয়তাগুলি তুলে ধরে। এনপিএমএফ, ২০১৭ এর একটি 'বাস্তবায়ন পরিকল্পনা' থাকবে যা নীতিতে থাকা প্রতিটি সুপারিশের অধীনে অ্যাকশন পয়েন্ট নির্দিষ্ট করবে। এই কর্মকাণ্ডগুলি বাস্তবায়নের জন্য সময়সীমা, কাজের জন্য দায়ী সংস্থাগুলি এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সম্ভাব্য উৎসগুলির সাথে আরও বিশদ করা হবে। বাস্তবায়ন পরিকল্পনাটিতে একটি 'মনিটরিং এবং মূল্যায়ন' বিভাগ থাকবে যা বাস্তবায়নের সময়সীমা এবং কার্যকারিতা মোকাবিলা করবে। আশা করা হচ্ছে যে এই নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে, ভারতের সামুদ্রিক মৎস্য খাতে টেকসই ও সুসংগঠিত সংস্থা হয়ে উঠবে, মানুষের ব্যবহারের জন্য ফসলের বর্ধিত ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে; কর্মসংস্থান, লিঙ্গ ইক্যুইটি এবং জীবিকা; ইক্যুইটি এবং সমতা; খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির ব্যবস্থা; এবং সেক্টরে সম্পদ ও সমৃদ্ধি সৃষ্টি করা হবে।

DRAFT